# রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ফোন : ০৭২১-৮৬২৪৫০
ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬২৪৫১
ই-মেইল : dgmlad1@rakub.org.bd
ওয়েব সাইট : www.rakub.org.bd


সার্কুলার নং-০৪/২০১৬ তারিখ : ৩০.০৬.২০১৬

**বিষয় : ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের বিকাশ ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি এসএমই উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হ'ল দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি সেক্টরে ব্যাপকভাবে অর্থায়ন করা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রতিনিয়ত দেশের কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় Area approach ভিত্তিতে অর্থাৎ যে এলাকায় যে ধরণের কৃষি, ব্যবসায়িক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের সম্ভাবনা রয়েছে সে এলাকায় ঐ সকল খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে আরও বেশি নজর দেয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও ঐ সকল এলাকায় এ ধরণের কর্মকান্ডে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কার্যক্রমের (উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি) উন্নয়ন ঘটানোর জন্যও ঋণ বিতরণ করা জরুরী।

২। এ প্রেক্ষাপটে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে সহায়তা ও এসএমই বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৭৫০.০০ কোটি টাকার ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক জোনওয়ারী (এলপিও এবং ঢাকা শাখাসহ) মূল উপ-খাতভিত্তিক বন্টন করে এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শাখাভিত্তিক বন্টন করে কপি এ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

(কোটি টাকায়)

| ক্রমিক নং | উপ-খাত | লক্ষ্যমাত্রা |
|---|---|---|
| ১. | শস্য/ ফসল | ৭৫০.০০ |
| ২. | মৎস্য সম্পদ | ২৫.০০ |
| ৩. | প্রাণী সম্পদ | ৮০.০০ |
| ৪. | খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি | ১০.০০ |
| ৫. | দারিদ্র বিমোচন/ মাইক্রো-ক্রেডিট | ২৫.০০ |
| ৬. | চলমান ঋণ (কৃষি) | ৩০০.০০ |
| ৭. | চলমান ঋণ (অকৃষি) | ২২০.০০ |
| ৮. | কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প | ৪০.০০ |
| ৯. | এসএমই (SME) | ১৩০.০০ |
| ১০. | অন্যান্য | ১৭০.০০ |
| | মোট : | ১৭৫০.০০ |

**০১. শস্য/ফসল :**

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান ৩টি খাতের (শস্য, মৎস্য ও পশু সম্পদ) অন্যতম হলো শস্য। ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শস্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে **৭৫০.০০ কোটি টাকা**। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শস্য ও আমদানী নির্ভর শস্য যেমন ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া যে সকল জমি পতিত থাকে সে সকল জমিতে অপ্রচলিত শস্য উৎপাদনের জন্য পরিকল্পিতভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি এলাকার শস্য উৎপাদন কাঠামোতে (Cropping pattern) যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি শস্য নিবিড়তাও (Cropping intensity) বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া ভূট্টা, ফুল, শাক-সব্জি, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় শস্য ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য Area approach পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা নিতে হবে। সচরাচর কৃষি ঋণ কর্মসূচির বাইরেও কোন উদ্যোক্তা বীজ উৎপাদন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বৃহৎ Compact এলাকায় কোন ফসল উৎপাদনের জন্য অথবা Contract growers পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হলে তাদেরকেও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ করে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক ও বর্গাচাষীগণকে ঋণ প্রদানে যাতে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আবর্তনশীল শস্য ঋণ সীমা (Revolving crop credit limit) পদ্ধতিতে প্রকৃত কৃষকগণকে সময়মত ও দ্রুত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতেও ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরীখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত কৃষি/ পল্লী ঋণ নীতিমালার ঋণ নিয়মাচার যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। শস্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে (আমদানী বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা চাষ ঋণ কর্মসূচী; আবর্তনশীল শস্য ঋণ কর্মসূচী; রাকাব-বিএমডিএ যৌথ তদারকি ঋণ কর্মসূচী এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে দলভিত্তিক জামানতবিহীন ঋণ কর্মসূচী) শস্য খাত হতে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

**০২. মৎস্য সম্পদ :**

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করা একান্ত অপরিহার্য। রাকাব-এর অধিক্ষেত্রে এখনও প্রচুর হাজামজা পুকুর, দীঘি রয়েছে যেগুলো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছের চাষ বাড়ানো এবং সেই সাথে গুণগত মানসম্পন্ন মাছ অর্থাৎ স্বাদের দিক থেকে যে সকল মাছের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং দাম বেশী, কম সময়ে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে চাহিদা রয়েছে সে সকল মাছের উৎপাদন বাড়ানো। অমিত সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানী আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সুযোগ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ বলতে মিঠা পানির মাছ / পুকুরে মাছ চাষ, ধান ক্ষেতে / উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, গলদা চিংড়ী চাষ, উন্নত মৎস্য পোনা/ রেনু পোনা উৎপাদন হ্যাচারী ইত্যাদি প্রাথমিক মৎস্য উৎপাদনকে বুঝাবে এবং উল্লেখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এই খাতে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া মৎস্য চাষের পরিচালন ব্যয় মেটানোর জন্য সিসি লিমিট প্রদান করা যাবে। এ খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ প্রদানে সম্পৃক্ত করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

মৎস্য সম্পদ খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৫.০০ কোটি টাকা। ব্যক্তি উদ্যোগ ছাড়াও মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণে Area approach পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর পরিপত্র নং-০৪/২০০৮, তারিখ ৩১.০৭.২০০৮ অনুযায়ী নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য 'রাকাব মৎস্য পল্লী ঋণ কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়েছে যার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে । প্রয়োজনে এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

**০৩. প্রাণী সম্পদ :**

গ্রামীণ পরিবহণ ও চাষাবাদের জন্য গরু/মহিষ এখনও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপকরণ। পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য গুঁড়ো দুধের আমদানী বিকল্প দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস উৎপাদন, ছাগল-ভেড়ার রেয়ারিং ও ব্রীডিং, গরু মোটা-তাজাকরণ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় প্রোটিন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এ বছরের ঋণ বিতরণ পরিকল্পনায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পশু সম্পদ বলতে হালের বলদ/মহিষ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন (রেয়ারিং ও ব্রীডিং), ভেড়া পালন (রেয়ারিং ও ব্রীডিং), মুরগী পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস পালন, হাঁস-মুরগী'র হ্যাচারী বা এগুলোর মিশ্র খামার ইত্যাদি প্রাথমিক উৎপাদনকে বুঝাবে এবং উল্লেখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

প্রাণী সম্পদ খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে **৮০.০০ কোটি টাকা**। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার লেটার নং-০৩/২০১০, তারিখ ১৪.১২.২০১০ অনুযায়ী গরু মোটাতাজাকরণ খাতে প্রতিটি গরু ক্রয়ের জন্য ঋণের সিলিং ২০,০০০/- টাকায় উন্নীত করায় এবং দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী, উন্নত দেশী ও শংকর জাতের বক্না, গর্ভবতী বক্না, দুগ্ধবতী গাভী, খরা গাভী ও গর্ভবতী খরা গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণসীমা সময়োপযোগী করায় (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০১/২০১২, তারিখ ১২.০১.২০১২) এখাতে ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় ৫% সুদে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ঋণ বিতরণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কোয়েল, খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদির খামার স্থাপনেও ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে হবে। এছাড়াও নাটোর, নওগাঁ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার চলনবিল এলাকায় হাঁস পালনকারী খামারিদের Area approach ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

**০৪. খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি :**

খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে **১০.০০ কোটি টাকা**। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে এখাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০১৫, তারিখ ০৬.০৯.২০১৫ মোতাবেক যে সকল জোনে ট্রাক্টর খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০% বা তার নীচে সে সকল জোন এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সম্ভাব্যতা অনুযায়ী শাখাসমূহের মধ্যে বন্টন করবেন। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ট্রলি, রোটাভেটর, সেচ যন্ত্রপাতি ছাড়াও ছোট-বড় কৃষি সরঞ্জাম যেমন- ড্রাম সীডার, থ্রেসার, উইডার, উইনার, স্প্রেয়ার, হারভেস্টার, রিপার-বাইন্ডার, ট্রান্স-প্লান্টার ইত্যাদি বাবদ বিতরণকৃত ঋণও খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

**০৫. দারিদ্র বিমোচন/ মাইক্রো-ক্রেডিট :**

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/ অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে একক/ দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ থেকে ২০.১১.২০১৪ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নং-০২/২০১৪ মোতাবেক **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০/- টাকার হিসাবধারী** ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে **২৫.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ থেকে জোনওয়ারী কর্মসূচিভিত্তিক বিভাজন করে দেয়া হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বর্তমানে চালু কর্মসূচিসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ খাতে বিগত সময়ে বিতরণকৃত ঋণসমূহ আদায়ের উপর জোর দিতে হবে এবং বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে পুনরায় ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় হয়।

**০৬. চলমান ঋণ (কৃষি) :**

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান (কৃষি) খাতে **৩০০.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শস্য/ ফসল, হাইব্রিড নার্সারী, ফলবাগান পরিচর্যা, মৎস্য সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি, দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কৃষি খাতে প্রদত্ত সিসি লিমিট চলমান (কৃষি) ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' নামীয় একটি নতুন সম্ভাবনাময় প্রোডাক্ট চালু করা হবে। এতে এ খাতে ঋণ বিতরণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০২/২০১১, তারিখ ২৯.০৩.২০১১ অনুযায়ী চলতি পুঁজি/ সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া চলতি পুঁজি ঋণ নবায়ন ক্ষমতা প্রসঙ্গে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার লেটার নং-০২/২০১১, তারিখ ০৬.০৪.২০১১ জারী করায় এ খাতে ঋণ বিতরণ অনেক সহজ ও গতিশীল হয়েছে। চলতি পুঁজি/সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করে সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০১২, তারিখ ০২.০৫.২০১২ জারী করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিয়মিত চলমান ঋণসমূহ অনিয়মিত হতে দেয়া যাবে না এবং ব্যাংকের বিধি মোতাবেক অনিয়মিত চলমান ঋণগুলো নিয়মিত করতে হবে। এতদসত্ত্বেও যে সকল চলমান ঋণ হিসাব অনিয়মিত থাকবে সেগুলো আদায়ের জন্য যথাসময়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**০৭. চলমান ঋণ (অকৃষি) :**

কৃষি কর্মকাণ্ড বহির্ভূত সিসি লিমিট এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান (অকৃষি) খাতে **২২০.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলমান (কৃষি) খাতে বর্ণিত দিক-নির্দেশনার আলোকে এ খাতের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

**০৮. কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প :**

কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প উপ-খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে **৪০.০০ কোটি টাকা**। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার লেটার নং-০৩/২০১৫, তারিখ ২৩.০৭.২০১৫ এর সাথে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত খাতে বিতরণকৃত ঋণ এ উপ-খাতে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পের তালিকায় পোল্ট্রি ও ডেইরী শিল্প খাত-কে অন্তর্ভুক্ত করায় এখাতে ঋণ বিতরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়।

**০৯. এসএমই (SME) :**

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই'র বিকাশ ও সম্প্রসারণ বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। দেশের দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অধিক হারে এসএমই প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০৫/২০১১, তারিখ ১০.০৫.২০১১ অনুযায়ী শাখা ব্যবস্থাপকগণকে এসএমই খাতে ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে একক কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাক্ট/খাত নির্বিশেষে ঋণের সিলিং ৫.০০ কোটি টাকা থেকে ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে (সার্কুলার লেটার নং-০৬/২০১২, তারিখ ০৭.০৬.২০১২)। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে **১৩০.০০ কোটি টাকা**। এসএমই খাতে কুটির শিল্প ও মাইক্রো ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০৩/২০১৫, তারিখ ০২.০৮.২০১৫ দ্রষ্টব্য) এ খাতে ঋণ বিতরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর পরিপত্র নং-০৩/২০০৮, তারিখ ৩১.০৭.২০০৮ অনুযায়ী এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়ন নীতিকৌশল ও নিয়মাচার অনুসরণ করে এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আলোকে নির্ধারিত এসএমই শাখাসমূহ Area approach ভিত্তিতে নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং ছাড়াও শাখা পরিদর্শনকালে Women Entrepreneur Dedicated Desk এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

**১০. অন্যান্য ঋণ :**

ব্যাংকের উল্লেখিত ৯টি মূল উপ-খাতের বাইরে অনুমোদিত খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মেয়াদী আমানত, DPS, RPS, RGPS, RSS, KSS, RDMS, RMPS, RTMS, RMSS, RMDS, RGSS বা অন্য যে কোন আমানত বন্ধক/ লিয়েন রেখে ঋণ দেয়া হোক না কেন ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এর খাত নির্ধারিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট খাতেই তা বিতরণ হিসেবে প্রদর্শিত হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অন্যান্য খাতে **১৭০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ঋণ বিতরণে অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা :**

ক. 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' নামীয় ঋণের নতুন প্রোডাক্ট প্রোমোট করার লক্ষ্যে শাখার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/ পৌরসভা এলাকার কৃষককে এ খাতে ন্যূনতম দশটি করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

খ. অগ্রাধিকার প্রদত্ত আমদানী বিকল্প ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় শস্যসহ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মৌসুমের সকল প্রকার শস্যের জন্য চাহিদা অনুযায়ী শস্য ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে এলাকায় যে ফসল বেশী উৎপাদিত হয় সে এলাকায় সে ফসলের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ বিতরণ করে শস্য ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

গ. এসএমই তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের কৃষি উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, খামার স্থাপন ইত্যাদি মেয়াদী প্রকল্প ঋণের জন্য সম্ভাবনাময় নতুন নতুন উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে হবে। এ সব প্রকল্পে মেয়াদী ঋণ ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য চলতি পুঁজি ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা / কোম্পানী চিহ্নিতকরণের কাজটি সতর্কতার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

ঘ. মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি শাখা অধিক্ষেত্রের সকল পুকুর চিহ্নিত করে ন্যূনতম ৫০% পুকুরে মাছ চাষের জন্য ঋণ দিতে হবে। সম্ভাবনার নিরীখে মৎস্য পোনা উৎপাদন হ্যাচারী স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। মৎস্য চাষ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্বল্প মেয়াদী সিসি লিমিট (চলমান কৃষি ঋণ) প্রদান করতে হবে।

ঙ. সম্ভাবনার নিরীখে প্রতিটি জোনে মৎস্য পল্লী, পোল্ট্রি পল্লী (ব্রয়লার/ লেয়ার), গাভী পালন/ গরু মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন স্কীমের আওতায় দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে।

চ. কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি উপ-খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে। একইভাবে কৃষি উপকরণ বা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেডিং লোন সঠিকভাবে প্রাক্কলনের মাধ্যমে মঞ্জুরি ও বিতরণ করে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. প্রকৃত কৃষকরা যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

জ. কৃষি/ পল্লী ঋণ ও এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঝ. উপরোল্লিখিত উপ-খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে বিচক্ষণতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

**৪। ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও জোনাল ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সর্বদা স্মরণ রেখে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন :**

ক. অনুমোদিত কোন খাতে ঋণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ নেই এ অজুহাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা যাবে না। প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক অন্য শাখা হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা/ বরাদ্দ সংস্থানপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করতে হবে।

খ. মেয়াদী খাতে ঋণ বিতরণের উপর জোর দিতে হবে এবং এ খাতসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

গ. ঋণের গুণগতমান সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে যাতে বিতরণকৃত ঋণ আগামীতে শ্রেণীকৃত (CL) না হয়।

ঘ. পুরাতন ঋণ আদায় করে ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। পুনরায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে জারীকৃত নির্দেশনা (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর পরিপত্র নং-০৩/২০০৬, তারিখ ২৯.০৫.২০০৬ এবং সার্কুলার লেটার নং-০৩/২০০৮, তারিখ ০১.০৯.২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বিতরণে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ. ব্যাংক ঋণের সুবিধা, কম সুদের হার এবং সহজলভ্যতার বিষয়ে কৃষকদেরকে ব্যাপকভাবে অবহিত করতে হবে। কৃষকের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী এমনভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে তাদেরকে কৃষি কাজের পুঁজির জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হতে না হয়।

ছ. যথাযথভাবে পাশ বই ইস্যু ছাড়া কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

৫। **ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে জোনের উপ-খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।**

৬। ঋণ বিতরণকালে ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েল ও সময়ে সময়ে জারীকৃত পত্র/পরিপত্রের নির্দেশনা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালা ও নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ঋণ শৃঙ্খলা জোরদারকরণপূর্বক ঋণ বিতরণের গুণগত মান বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ঋণদান কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য জোনাল ব্যবস্থাপকগণকে অনুরোধ করা হলো। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে সিংহভাগ ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ে ফেরত আসে এবং সহসা কোন ঋণ SMA, WCL অথবা CL না হয়।

(খোন্দকার গোলাম মোস্তফা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

(মোঃ রিয়াজ উদ্দিন মিয়া)
মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)

সূত্র নং- প্রকা/ঋওঅ-১/৪৬/২০১৫-২০১৬/৮০৪(৪৪৪) তারিখ : ৩০.০৬.২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা শাখা, ঢাকা/ স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৪। অফিস নথি/মহানথি।

(জগন্নাথ ঘোষ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

# রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

**পরিশিষ্ট-ক**

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জোনওয়ারী মূল উপ-খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | জোন | শস্য/ফসল | মৎস্য সম্পদ | প্রাণী সম্পদ | খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি | দারিদ্র বিমোচন | চলমান কৃষি | চলমান অকৃষি | কৃষিভিত্তিক শিল্প | এসএমই (SME) | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রাজশাহী | ৫৮০০ | ৩৫০ | ৮৬০ | ৮০ | ২০০ | ৩০০০ | ১৪০০ | ৫০০ | ২৫০০ | ১২০০ | ১৫৮৯০ |
| ২ | নওগাঁ | ৪২০০ | ২০০ | ৮০০ | ৫০ | ২৫০ | ৩০০০ | ২৪০০ | ২০০ | ১০০০ | ১১০০ | ১৩২০০ |
| ৩ | নাটোর | ৪০০০ | ৫৫০ | ৪২০ | ৩০ | ৭০ | ১০০০ | ৮০০ | ৪০০ | ৪০০ | ৮০০ | ৮৪৭০ |
| ৪ | চাঃ নবাবগঞ্জ | ৩৪০০ | ৫০ | ৩৮০ | ৭০ | ১০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১০০ | ৪০০ | ৫০০ | ৭০০০ |
| ৫ | বগুড়া(উঃ) | ২০০০ | ১০০ | ৩৮০ | ৫০ | ৫০ | ২২০০ | ১২০০ | ১০০ | ৮০০ | ১২০০ | ৮০৮০ |
| ৬ | বগুড়া(দঃ) | ৩০০০ | ১০০ | ৫০০ | ৫০ | ১৫০ | ৩০০০ | ১৪০০ | ৩০০ | ১০০০ | ১৩০০ | ১০৮০০ |
| ৭ | জয়পুরহাট | ২৯০০ | ৪০০ | ৫৫০ | ৫০ | ৫০০ | ২০০০ | ২২০০ | ৪০০ | ৮০০ | ৭০০ | ১০৫০০ |
| ৮ | পাবনা | ৩২০০ | ১০০ | ৫৮০ | ৩০ | ৭০ | ২৫০০ | ৪০০ | ১০০ | ৫০০ | ৮০০ | ৮২৮০ |
| ৯ | সিরাজগঞ্জ | ৪০০০ | ৪০ | ৭৫০ | ৩০ | ৭০ | ৫০০ | ৫০০ | ১০০ | ৪০০ | ১৪০০ | ৭৭৯০ |
| | **উপ-সমষ্টি** | **৩২৫০০** | **১৮৯০** | **৫২২০** | **৪৪০** | **১৪৬০** | **১৮২০০** | **১১৩০০** | **২২০০** | **৭৮০০** | **৯০০০** | **৯০০১০** |
| ১০ | রংপুর | ৭০০০ | ১৫০ | ৬৫০ | ৮০ | ২০০ | ৩৫০০ | ১৮০০ | ৭০০ | ১০০০ | ১০০০ | ১৬০৮০ |
| ১১ | গাইবান্ধা | ৩০০০ | ৬০ | ২০০ | ৩০ | ১০০ | ১০০০ | ৭০০ | ৩০০ | ৬০০ | ১২০০ | ৭১৯০ |
| ১২ | কুড়িগ্রাম | ৪০০০ | ৪০ | ২০০ | ৫০ | ২০০ | ৫০০ | ১২০০ | ১০০ | ৩০০ | ৭০০ | ৭২৯০ |
| ১৩ | নীলফামারী | ৪৭০০ | ৪০ | ৩০০ | ৭০ | ২০০ | ১৮০০ | ১৮০০ | ১০০ | ৩০০ | ৭০০ | ১০০১০ |
| ১৪ | লালমনিরহাট | ৪৭০০ | ৪০ | ২০০ | ৭০ | ৭০ | ৫০০ | ১২০০ | ১০০ | ৩০০ | ৬০০ | ৭৭৮০ |
| ১৫ | দিনাজপুর(উঃ) | ৩৮০০ | ৭০ | ৩০০ | ৮০ | ৫০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১০০ | ৬০০ | ১০০০ | ৯০০০ |
| ১৬ | দিনাজপুর(দঃ) | ৪০০০ | ৭০ | ২৮০ | ৮০ | ৫০ | ১৭০০ | ৮০০ | ১০০ | ৭০০ | ১৩০০ | ৯০৮০ |
| ১৭ | ঠাকুরগাঁও | ৪৪০০ | ৪০ | ২৫০ | ৩০ | ৭০ | ৫০০ | ৮০০ | ১০০ | ৪০০ | ৭০০ | ৭২৯০ |
| ১৮ | পঞ্চগড় | ৩৩০০ | ৫০ | ২০০ | ৫০ | ১০০ | ৫০০ | ৪০০ | ১০০ | ৭০০ | ৬০০ | ৬০০০ |
| | **উপ-সমষ্টি** | **৩৮৯০০** | **৫৬০** | **২৫৮০** | **৫৪০** | **১০৪০** | **১১৫০০** | **১০২০০** | **১৭০০** | **৪৯০০** | **৭৮০০** | **৭৯৭২০** |
| ১৯ | এলপিও | ৩৬০০ | ৫০ | ২০০ | ২০ | ০ | ৩০০ | ৫০০ | ১০০ | ৩০০ | ১৫০ | ৫২২০ |
| ২০ | ঢাকা শাখা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৫০ | ৫০ |
| | **সর্বমোট:** | **৭৫০০০** | **২৫০০** | **৮০০০** | **১০০০** | **২৫০০** | **৩০০০০** | **২২০০০** | **৪০০০** | **১৩০০০** | **১৭০০০** | **১৭৫০০০** |

(মোছাঃ শামিমা পারভীন)
কর্মকর্তা

(জগন্নাথ ঘোষ)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক